R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
১৩ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
৯ই আগষ্ট ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

খুশি না করলে রঘুনাথগঞ্জ-১ এর বি এল এণ্ড এল আর ও বাড়ী জমি ভেষ্ট-এর ভয় দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বি, এল এন্ড এল, আর, ও সৈয়দ আশরাফ নেওয়াজের অসাধুতা, অভদ্রতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবাদে ডি, এল এন্ড এল, আর, ও-র কাছে জঙ্গিপুরের বিধায়ক, পুরসভার কয়েকজন কাউন্সিলারসহ ১৭১ জনের স্বাক্ষরযুক্ত এক অভিযোগপত্র পাঠালেন এলাকার জনসাধারণ। ব্লক ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফরমস্ অফিসারের বিরুদ্ধে সব থেকে মারাত্মক অভিযোগ, তিনি জনসাধারণকে হুমকী দিয়ে বলেন—আমার লম্বা হাতের দাপটে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমার বিরুদ্ধে বেশী বাড়াবাড়ি করলে ডি এমকে বলে জমি-বাড়ি সব কিছু ভেষ্ট করিয়ে দেব। এছাড়া ঐ অফিসারের দুর্ব্যবহার, অশোভন আচরণ, কথায় কথায় চেম্বার থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়ার হুমকী, নানা ধরনের আইন দেখিয়ে মানুষকে হয়রান করা, প্রণামী ছাড়া কোন কাজ না করা। এছাড়া অভিযুক্ত অফিসারের প্রত্যক্ষ মদতে এলাকায় একদিকে যথেচ্ছভাবে গাছ ও অন্যদিকে জলাভূমি ভরাট চলছে, চলছে মাটি কেটে ফসলী জমির শ্রেণী পরিবর্তনের কাজ। ভুক্তভোগী মানুষদের আরো অভিযোগ, জমি ও জায়গার রেকর্ড করতে গেলে ১০-১৫ বছর আগের খতিয়ানের বা মৌজার রেকর্ড তিনি মানছেন না, অথচ তাঁর দপ্তরেই পুরোনো রেকর্ডের কাগজপত্র মজুদ আছে। এই সব ক্ষেত্রে কাজ করাতে হলে তাঁর সাগরদীঘির বাড়ীতে যোগাযোগ করতে বলছেন। সেইমত ফোন নম্বরও দিয়ে দিচ্ছেন।

ফেরীঘাটের জুলুম বন্ধে পুরসভা আজও সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার দুটি ফেরীঘাটে জোরজুলুম বেশী পয়সা আদায় চলছেই। জঙ্গিপুর পারের কয়েকজন ভুক্তভোগী বাসীন্দা পুরপতির কাছে ঘাট ইজারাদারের জুলুম বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেন। তার প্রেক্ষিতে পুরসভার হেড ক্লার্ক দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে সরজমিন তদন্ত করেন ও ইজারাদারের নিয়োজিত কর্মীদের পারানির পয়সা আদায়ে সংযত হতে বলেন। কিন্তু এর পরও বেশী পয়সা আদায় বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, 'আমার লোক বারণ করা সত্ত্বেও যদি পুরসভার তালিকার বাইরে বেশী পয়সা আদায় হয় তবে ইজারা বাতিল করা ছাড়া অন্য রাস্তা নাই। এ ছাড়া জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলে ওদের জুলুমের পাল্টা জবাবও জনগণ দিতে পারেন। আমার তাতে পুরো সমর্থন থাকবে।'

আলট্রা সনোগ্রাফী মেসিন দেড় বছর ধরে অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের আলট্রা সনোগ্রাফী মেসিনটি প্রায় দেড় বছর ধরে অচল হয়ে পড়ে আছে। দুঃস্থ রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ধারাবাহিকভাবে বানচাল হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মেসিন চালুর ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। আবার নতুন ইউ এস জি মেসিন আনার তোড়জোড় চলছে বলে খবর। কোন প্রাইভেট সংস্থায় মেসিন বিগড়ালে এইভাবে কি বছরের পর বছর অকেজো হয়ে পড়ে থাকতো? সুপার ডাঃ অসীম হালদার এ ব্যাপারে কি বলেন? আর রেডিওলজিষ্ট ডাঃ প্রতাপ সাহারই বা মেসিন সারাতে এত অনীহা কেন?

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

অসিত রায় : পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যব্যাপী শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের ও দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাবলম্বী করা ও পেশাগত শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে নির্বাচিত ৫০৯টি বিদ্যালয়কে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমায় রয়েছে ৬টি বিদ্যালয়। জোতকমল, বাঙ্গাবাড়ী, শ্রীকান্তবাটী, (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

শাসন না নির্যাতন

হাওড়ার সাঁকরাইলের সারেঙ্গা হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক সাম্প্রতিককালে সংবাদের শিরোনাম। ইতিহাসও বলিলে ভুল হইবে না। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিকটে তিনি নাকি মূর্ত্তিমান আতঙ্ক। শিক্ষক জীবন হইতে তাঁহার অবসরের দুই মাস বাকি। অবসরের প্রাক্কালে এক ধুন্ধুমার কান্ড ঘটাইয়া তিনি ইতিহাস হইয়া গেলেন। কারণে অকারণে তিনি ছাত্রছাত্রীদের মারধোর করেন, সময় সময় ডাস্টার ছুড়িয়া মারেন তাহাদের। ইহা নাকি তাঁহার শিক্ষক জীবনের প্রায় নিত্যকার ঘটনা। ডিকেন্স তাঁহার 'ডেভিড কপার ফিল্ড' গ্রন্থে এই রকম একজন শিক্ষকের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সহ-শিক্ষক ছিলেন না। ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। 'সালেম হাউস' বিদ্যালয়ের মূর্ত্তিমান প্রধান শিক্ষক মিঃ ক্রীকল্। ছাত্র পিটানো ছিল তাঁহার প্রাথমিক পর্বের কাজ। ছাত্রদের নিকটে তিান বিভীষিকার এক জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। ডেভিডের এই গল্প অনেকেরই জানা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই জাতীয় শিক্ষকেরা এক জাতীয় 'প্রগৈতিহাসিক প্রাণী'। যাহাদের অন্তরে ভালোবাসা নাই, নাই মমতা, সংবেদন-শীলতা, তাহারা শিক্ষক পদবাচ্য কিনা সে সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইতেই হয়। যিনি সোহাগ করেন, স্নেহ করেন তিনি ছাত্রছাত্রী-দের শাসন করিতে পারেন। সারেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের জনৈক শিক্ষক অবসরের প্রাক্কালে সংবাদ হইয়া গেলেন তাঁহার নির্মমতায়।

সংবাদে প্রকাশ—এই শিক্ষক মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে এমন শাস্তি দিয়াছেন যাহা অমানবিক তো বটেই, ভীষণ নিষ্ঠুর। সে নাকি সহ পাঠিনীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করিয়া-ছিল। অন্য ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাহার অদৃষ্টে জুটে চরম নিগ্রহ। তাহার হাতে কাগজের একটি বল ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে লাইটার দিয়া আগুন জ্বালিয়া দিয়া ধরিয়া থাকিবার নির্দেশ দেন। ছাত্রীটির বয়স বারো। আগুনের ছ্যাকায় তাহার হাতের তালু পুড়িয়া যায়। শিক্ষক মহাশয়ের ভাষায় ইহা নাকি তাহার 'আগুন আগুন খেলা'। অপর একটি ঘটনার কথা শোনা যায়, কৃষ্ণনগরের মাজদিয়া বিদ্যালয়ে। সেখানে ক্লাস চলা-কালীন কথা বলার অপরাধে এক ছাত্রকে মারধোর করেন শিক্ষক মহাশয়। ইহার ফলে শ্রেণী কক্ষে ছাত্রটি জ্ঞান হারায়। এই ধরনের ঘটনা আকছার শোনা যাই-তেছে। এই অঞ্চলে হালফিল ঘটনা ঘটিয়াছে বাড়ালা হাই স্কুলে। আমাদের সংবাদ প্রতিবেদনে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গণিতের জনৈক শিক্ষকের ঔদ্ধত্যের অভিযোগ উঠিয়াছে। ক্ষমতার মদমত্ততায় তিনি নাকি ছাত্রছাত্রীদের উপর শাসনের নামে নির্যাতন চালান বলিয়া খবরে প্রকাশ।

আমরা মনে করি শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষাই দেন না, ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করেন। অন্যায় করিলে অবশ্যই ছাত্রছাত্রীকে তিনি শাস্তি দিবেন। ভালোও যেমন বাসিবেন, মন্দ কাজে অবশ্যই শাস্তি বিধান করিবেন। তবে সব কিছুরই মাত্রা আছে, রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। কারণে অকারণে রাগ হইলেই ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক নির্যাতন করিবেন—ইহা কোন কাজের কথা নহে। শিক্ষক নিজেই যদি ক্রোধকে সংবরণ করিতে না পারেন, নিজেই ক্রোধের মতো রিপুর শিকার হন তবে তাহা সত্যই দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষকের চরিত্রে সংযম অপরিহার্য সম্পদ। ক্রোধে যদি দুর্বাসা হইয়া পড়েন তবে তিনি শিক্ষার্থীদের কী শিখাইবেন ?

ভুলিয়া গেলে চলিবে না—শিক্ষা হইতেছে 'বাইপোলার প্রসেস'—যাহার এক মেরুতে শিক্ষক আর অন্য মেরুতে অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক হইবেন ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের পথপ্রদর্শক, জীবন-দর্শনের দিশারী এবং নিত্য সান্নিধ্যের সহৃদয় মিত্র। তবেই তো শিক্ষক আপন আপন ছাত্রছাত্রীদের জীবনে স্মৃতিতে ইতিহাস হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। শিক্ষকের কাজ ঠ্যাঙারের নয়, জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বলনের মানুষ গড়িয়া তোলার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিশ্বকাপ ও আমরা বাঙালী প্রসঙ্গে

[বদ্রু ব্যানার্জী, মিলখা সিং, ধনরাজ পিল্লাই পি টি উষা, অঞ্জু জর্জ, লিয়েন্ডার পেজ, বিশ্বনাথ আনন্দ এরা কারা ? অলিম্পিক মশাল বহনের হক কপিলদেব, বিপাসা বসুদের। এটাই আমাদের দেশের কাঠামো চল, আর তাই বিশ্বকাপ ফুটবল ও আমরা ভারতবাসীর কপালে জুটছে 'যেমন কর্ম তেমন ফল'।]

গত আষাঢ় ১৪১৩ সংখ্যায় 'বিশ্বকাপ ও আমরা বাঙালী' শিরোনামে শীলভদ্র সান্যালের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের বিচারে এই লেখাটির গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এতটা জায়গা জুড়ে কালি খরচ করে উনি ঠিক কি চাই-ছেন তা স্পষ্ট নয়, তাঁর হা-হুতাশ তাঁর ক্ষোভে কিসের যেন অভাব ফুটে উঠেছে। যেখানে তিনি পাঠককেও দাঁড় করিয়েছেন একই পঙক্তিতে। কিন্তু উপশমের উপায়টা কি তার ধারে কাছে ঘেঁষেননি, তাই এই পত্রের অবতারণা।

তিনি এক জায়গায় লিখছেন, পৃথিবীর অন্য গোলার্ধের একটি দেশের জন্য বোকা বাক্সের সামনে বসে রাত্রি জেগে মাতামাতি করব, আরে এতো আত্মীয়তার সম্পর্ক ফুটবল হল এই পৃথিবীতে অসম্ভবকে সম্ভব করে মানব বন্ধনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কি করে তার সাথে আড়ি দিয়ে বসে থাকি নিজের ভুবনে ? আর বোকা বাক্স ? এই ঠুনকো শব্দটি কিছু লোকের কাছে উদাসী অজু-হাত মাত্র। 'বোকা বাক্স' মতকে যদি মান্যতা দিতে হয় তাহলে তো বিজ্ঞান অভিশাপ—সেই পক্ষে গলা মেলাতে হয়। প্রকৃতির বাইরে যা কিছু সুন্দর যা মানুষের দ্বারা নির্মাণ হয়েছে, দূরদর্শন হল তার অন্যতম উৎকর্ষ। সান্যালবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘুমের ব্যাঘাতের কথা বলেছেন, না না প্রতিটি ম্যাচের শেষে তাদের ঘুমের বারোটা ওরা বাজায় না, ওরা হৈ হুল্লোর করে টিন পিটিয়ে পাড়া ঘোরে, তা কিন্তু ফাইনাল রাউন্ডের শেষ ধাপে, যেমন ৮৩তে বিশ্বায়ন বা উদারীকরণের রমরমা ছিল না, আমাদের অনেকের ঘরেই সেদিন বোকা বাক্স ছিল না তথাপি গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধারাভাষ্য শুনেছি, আর যখন কপিলরা জয় করে নিল ক্রিকেট বিশ্ব যে প্রাপ্তির মধ্যে জনতা পেয়েছিল, আন্তর্জাতিক সাফল্যের স্বাদ থাকে খর-কুটোর মত জাপটে ধরে হৈ হৈ করে নেমে পড়েছিল রাস্তায়, চট্‌কে গেছিল আপনাদের শান্তির ঘুম, সেও তো তেইশ বছর আছে। চার বছর অন্তর বিশ্ব ফুটবলের আসর যখন বসে, তখন শুধু আবেগতাড়িত বাঙালি নয়, সমগ্র ফুটবল দুনিয়ার যদি আপনি 'পছন্দের' হিসেব নিকেষ করেন আমার ধারণা সাধারণ মানুষের বিশ্বটা মূলত ভাগ হয়ে যায় দুটো শিবিরে—ব্রাজিল আর্জেন্টিনায়। এটা মানচিত্রের অবস্থান থেকে নয়—ভাললাগা ভালবাসার এক মধুর অবিচ্ছেদ্দ পৃথিবী। সান্যাল মশায় লিখছেন, বিশ্ব ফুটবল মানচিত্রে আমাদের অবস্থানটি ঠিক কোথায়। যখন কোষ্টারিকা ত্রিনিদাদ টোগোর মত দেশ বিশ্বকাপ (৩য় পৃষ্ঠায়)

ব্রিভঙ্গ ১৫ই আগষ্ট

হরিলাল দাস

১৫ আগষ্ট ১৮৭২ অরবিন্দ ঘোষের জন্ম কলকাতায়। ইংলন্ডে থেকে শিক্ষালাভ। ট্রাইপস (অনার্স) নিয়ে পাশ করে ভারতে ফেরেন ১৮৯৩-এ বরোদা রাজ্যে চাকরি নিয়ে। তের বছর বরোদায় থেকে বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ১৯০৬-এ ফিরে আসেন বাংলায়। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশ আর সক্রিয় বিপ্লবের সাধনায় দেশ স্বাধীন করার কর্মযজ্ঞ। ১৯০৮-র মে মাসে ধরা পড়ে এক বছর ব্রিটিশের জেলে কাটান। পরে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্ম সাধনায় আত্ম নিয়োগ। তাঁর জীবিত কালেই ভারত স্বাধীন। ১৯৫০-এ শ্রীঅরবিন্দের দেহান্ত।

১৫ আগষ্ট ১৯২৭ সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কলকাতায়। কিশোর কালেই কমিউনিস্ট পার্টি (অবিভক্ত)-তে সক্রিয়। কিশোর বাহিনী গঠন। 'তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার ব্যবহার—চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। ... তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সব সময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে। নিজের পাড়ার বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে।' এই তাঁর নির্দেশ। কবিতায় লিখেছেন—'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—'। স্বাধীনতার মাস তিনেক আগে মারা যান ১৯৪৭-এ।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতে স্বাধীনতা এল রক্তঝরা পথে। সে কেমন স্বাধীনতা ? যার জন্যে কত প্রাণ হল বলিদান, বীরের রক্তস্রোত মাতার অশ্রুধারা, দেশ ভাগের ছুরিতে বাঙালির অর্থ-নীতি-নীতিবোধ-সংস্কৃতি ছিন্নভিন্ন। তার যত মূল্য দেশভক্তরা দিয়েছেন সে সব ধরার ধূলায় হারিয়ে যাচ্ছে না ?

ব্রিটিশ শাসকরা যে কৌশলে শোষণ কায়েম করেছিল, ঠিক সেই কৌশলে গণতন্ত্রের মুখোশধারী বেশ কিছু লোক সাধারণ মানুষকে শোষণ করে চলেছে অবাধে। অনেক কথা লিখে এটা বোঝাতে হবে ? তা-ই যদি হয় তবে থাক, ১৫ আগস্ট একটা বাড়তি ছুটির দিবস রূপে নিশ্চিন্তে যাপন করুন।

সাগরদীঘি থারম্মাল প্ল্যান্টের আশপাশে চুরির সঙ্গে দেহ ব্যবসাও চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘিতে দ্রুত গতিতে পি ডি সি এলের কাজ চলছে। ঘোষিত সময়ের মধ্যে একটা ইউনিট চালু হয়ে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অন্যদিকে প্ল্যান্টে ব্যাপক চুরি চলছে। প্রকাশ্য দিবালোকে পাঁচনপাড়া থেকে বস্তা বোঝাই দামী দামী মালপত্র সতর্কতার সঙ্গে বেশী ভাড়া দিয়ে পাবলিক বাসে তোলা হচ্ছে এবং তা নামানো হচ্ছে খোজারপাড়ার এক সাইকেল রিপেয়ারিং এর দোকানে। অন্যদিকে থারমাল প্ল্যান্ট সংলগ্ন আদিবাসীরাও শঙ্কিত। বাইরের অর্থশালীদের থাবা ইতিমধ্যেই তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। রাতের অন্ধকারে দেহ বিক্রির হাতছানিতে বহু গরীব আদিবাসী যুবতী নষ্ট হচ্ছে বলে খবর। এদেরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রয়োজনে জেলা ট্রাইব্যাল অফিসারের কি কিছুই করার নেই ?

ঠিকাদারদের লোহা চুরির অভিযোগে ধৃত-১

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারদের ব্যারাক থেকে নিয়মিত লোহা চুরি হচ্ছে। মনিগ্রামের সুকালী সেখকে পুলিশ চাঁদপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করে সম্প্রতি। এছাড়া চোলাই মদের দাপটে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বহু শ্রমিক নেশা-গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মনিগ্রামের আশপাশের চোলাই ভাটিগুলো বন্ধের ব্যাপারে পুলিশকে সচেতন করলে গত ১৬ জুলাই মনিগ্রামের সমর রাজমল্লের বাড়ীতে হানা দিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশ্বকাপ ও আমরা বাঙালী (২য় পৃষ্ঠার পর)

খেলছে তখন একশো দশ কোটির দেশ ভারত এগার জনের একটা দল গড়ে তুলতে পারছে না। খাঁটি কথা, কিন্তু দায়ী কে ? কেন পারছে না তার উত্তরটাও আপনাদেরই দেওয়ার কথা।

অভাব দরিদ্র সব কথা নয়। সদিচ্ছার সঙ্গে ঐতিহ্য ও ঘরানা বলে একটা কথা আছে। খেলাধূলার জগতে আমাদের যেমন ছিল হকি আন্তর্জাতিক স্তরে এক সময় এক নম্বর, তারপর এক তিনের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু কারা যত্ন সহকারে বিশ্বমানে আমাদেরকে আট-দশ স্থানে ঠেলে দিয়েছেন সে কৈফিয়ত চাইবেন না ? গড়পরতা যে সব উদাহরণ নিয়ে আমরা ২৩ জানুয়ারীর মত জাবর কাটি, অগণিত সেই ১৯১১, ১৯৬২-কে উসকে উত্তাপ খুঁজেছেন। কিন্তু সেদিন বোকা বাক্সর দৌলতে সুকুমার সমাজপতির একটা সাক্ষাৎকার দেখে জানলাম ৫২-র হেলসিঙ্ক অলিম্পিকে ফুটবলে ভারত খালি পায়ে অংশ নিয়েছিল, ভেনেজুয়েলার কাছে হেরেছিল দশ গোলে। ৫৪-তে বুট পরে খেলা বাধ্যতামূলক হয় এবং ৫৬-র অলিম্পিকে আমরা চেক-রিপাবলিকের সাথে ৭৮ মিঃ ড্র রেখেছিলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে ৫৬—৬২-র মধ্যেই যে বর্ণময় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল তা আজ কেন তলানিতে পৌঁছে গেল, তার উত্তর সাধারণ মানুষকে দিতে হবে ? আপনার জানা নেই ? একটু ঝুঁকি নিয়ে লিখুন না ঠিক জায়গায় সঠিক লোকের অভাবে আমাদের এই দুর্দশা। আচ্ছা এর থেকে আর কি খারাপ হতে পারে বলতে পারেন। আর খারাপ যদি হয় তো হোক না। যদি আগামী ষাট বছরে দ্বিতীয় কোন 'রাঠোর' না আসে না আসুক, তবু এই তুঘলকি ব্যবস্থার অবসান চাই, নইলে পাতানই ধরবে চাল ফলবে না।

আপনার লেখায় দেশের জনসংখ্যা স্থান করে নিয়েছে, আপনি ঘুমের কথা বলেছেন আর ফিফার সভাপতি মিঃ ব্লাটার ভারতকে 'ঘুমন্ত দৈত্য' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। আপনার আক্ষেপটা তবু ধরা যায় কিন্তু মিঃ ব্লাটারের ইঙ্গিত কি, কোন্ বিভীষিকাময় ভারতের ছবি ? 'একশো দশ কোটি' এই সংখ্যাটি আঁতকে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? আগামীতে যার গুণিতক হার কি হতে যাচ্ছে ভাবলে শিউরে উঠতে হয় না ! স্বশাসিত ষাট বছরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তার সুফল ও কুফল কি, কে করবে তার জবাবদিহি ?

এবার শেষ করব কয়েকটি কথা লিখে। বিশ্বকাপের উদ্বোধনটা নিশ্চয় দেখেছেন। মঞ্চে তিনটি মাত্র লোক। আয়োজক দেশের রাষ্ট্রপাত, ফিফার সভাপতি আর সংগঠক দেশের আইকন বেকেনবাওয়ার। বক্তব্য রাখলেন শুধুমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতি। সামান্য কয়েকটি কথায়, দর্শকদের স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে। লক্ষ্য করার দ্বিতীয় দিক, খেলাও শুরু হল পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ে ঠিক কাঁটায় কাঁটায়। তবেই না যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে বিদ্বেষের প্রাচীর গুঁড়িয়ে। এক দেশ, এক জাতি এক প্রাণ হয়ে, এইসব দৃষ্টান্তগুলো ওদের পারার কারণ আর ঠিক সেই অভাবগুলি আমাদের না পারার নজির।

সুভাষ মুখার্জী/রঘুনাথগঞ্জ

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ গোপালনগরে পীচ রাস্তা লাগোয়া ৭ শতক এবং জঙ্গিপুর পুরসভার ছোটকালিয়ায় অঞ্চলে ভদ্র পরিবেশে পীচ রাস্তা লাগোয়া ১৯ শতক জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগ—মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৪৮৭৬৯১

বিশাল ধর্মীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৯ আগষ্ট রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে ও রঘুনাথগঞ্জ হিন্দু মিলন মন্দিরের পরিচালনায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন চিত্ত মুখার্জী প্রমুখ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ বহু ধর্মপিপাসু মানুষকে ঐদিন দীক্ষা দেন বলে খবর।

ধুলিয়ান পৌরসভা

পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

ধুলিয়ান পৌরসভার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে প্রথম পর্য্যায়ে ছয় মাসের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে একজন Sub Assistant Engineer আবশ্যক। মাসিক এককালীন বেতন ৪৫০০-০০ টাকা। শিক্ষাগত যোগত্যা L. C. E. / D. C. E উত্তীর্ণ। বয়সের কোন উর্দ্ধসীমা নেই। কোন সরকারী/আধাসরকারী/ বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত ন্যূনতম পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। দরখাস্ত ২১/৮/২০০৬ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় অবশ্যই পেঁাছানো চাই।

চেনবানু খাতুন
পুর প্রধান, ধুলিয়ান পৌরসভা
পোঃ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

Meme No. 299/En/D. M. Date 3/8/06

আসল সিল্ক সঠিক দাম
আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

মির্জাপুর মেন রোড
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

(১ম পাতার পর)

সেখদীঘি, সাগরদীঘি ও সাহেবনগর। শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে গত ২৫ জুলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। প্রধান অতিথি ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন এই এলাকার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের বক্তব্যের মধ্যে যেমন জানবার সুযোগ হয়েছে তেমনি ভারতের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও প্রচলন করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কাউনসিল অফ্ ভকেশানাল এডুকেশন এ্যান্ড ট্রেনিং নামে একটি পৃথক সংসদ গঠন করেছে। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারবে আমিন সার্ভে টেলারিং ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং ও মোটর ওয়েলন্ডিং। সময় ৬ মাস। আর দ্বিতীয় কোর্সটিতে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ২ বছরের জন্য ভর্তি হতে পারবে কম্পিউটার এসেম্বলী ও মেনটেন্যান্স, কম্পিউটার এপ্লিকেশন বা ইনফরমেশন টেকনোলজীর যে কোন কোর্সে। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোর্সের পর বিভিন্ন পলিটেকনিকের দ্বিতীয় বর্ষে মেধার ভিত্তিতে সরাসরি ভর্তি হতে পারবে। বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজেও তাদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার কথা চলছে। প্রশাসনের পদক্ষেপে কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে যাতে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে এই সব ছাত্র-ছাত্রীরা স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্যে স্বচেষ্ট হতে হবে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এই কোর্সের পর বিভিন্ন পলিটেকনিকের দ্বিতীয় বর্ষে মেধার ভিত্তিতে সরাসরি ভর্তি হতে পারবে। বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজেও তাদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার কথা চলছে। এলাকার শিক্ষিত বেকারদের ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা বিষয়ে দিশাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের এই শিক্ষণ পদ্ধতি আশার আলো দেখাবে।

লোহা চুরির অভিযোগে ধৃত ১

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ চোলাই মদ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রচুর লোহা সমেত সমরকে আটক করে। এর আগেও সমর রাজমল্লকে পুলিশ চোলাই মদসহ একবার গ্রেপ্তার করেছিল। ঐ সময় কোর্টের বিচারে তার এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়।

বিজ্ঞপ্তি

"পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা অথবা বিশেষ সংখ্যার সমতুল্য। পত্রিকার প্রতি সংখ্যাই সংগ্রহযোগ্য। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য সত্বর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ অথবা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর লালবাগ, কান্দী, জঙ্গীপুর অফিসে যোগাযোগ করুন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৪২৩ (৩০) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৪/৭/০৬